সংবাদ

তারিখ: 20 APR 2014 ... পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...৫...

সৃজনশীল ও অনুশীলনমূলক বইয়ের নামে

নিষিদ্ধ নোট ও গাইড বইয়ের অবাধ ব্যবসা

- নির্বিকার শিক্ষা প্রশাসন

রাকিব উদ্দিন

সৃজনশীল অনুশীলনমূলক বইয়ের নামে দেশব্যাপী চলছে নিষিদ্ধ নোট-গাইড বইয়ের ব্যবসা। দেখার যেন কেউ নেই। উদাসীন শিক্ষা প্রশাসন। এ সুযোগে অভিভাবকদের জিম্মি করে একচেটিয়া বাণিজ্য করছে জামায়াতে ইসলামীর মালিকানাধীন অসাধু নোট-গাইড বইয়ের ব্যবসায়ীরা। শ্রেণী শিক্ষক, উপজেলা ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের ডোনেশন দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সহায়ক বই কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিশুদের ওপর থেকে অপ্রয়োজনীয় বইয়ের বোঝা কমাতে বিভিন্ন সময়ে নির্দেশ দিলেও উল্টো শিশুদের কাঁধে অনুমোদনহীন বইয়ের বোঝা বেড়েই চলেছে। অভিযোগ আছে, অনৈতিক এ প্রবণতা বন্ধে উদ্যোগ না নিয়ে উল্টো অসাধু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সখ্য বজায় রেখে চলছে শিক্ষা প্রশাসন। তাদের আবদার অনুযায়ী স্থগিত রাখা হয়েছে প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন-২০১২।

রাজধানীর মিরপুরে অবস্থিত ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক সংবাদকে বলেন, 'সরকার থেকে বিনামূল্যে পাঠ্যবই দেয়া হলেও স্কুল কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী তিন হাজার টাকার সহায়ক বই কিনতে হয়েছে।' অথচ পাঠ্যবইয়ের বাইরে শিক্ষার্থীদের অন্য কোন সহায়ক বই পড়ানোর নিয়ম নেই। কারণ মাধ্যমিক স্তরের গ্রামার বইও এখন সরকার থেকে বিনামূল্যে পাচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, রাজধানীর ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে এবার শিশু শ্রেণীতে ইসলামী ছাত্রশিবিরের মালিকানাধীন 'ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি'র অন্তত এক ডজন বই, মাধ্যমিক স্তরে বিতর্কিত মিজান লাইব্রেরি এবং চৌধুরী অ্যান্ড হোসেন প্রকাশনীর বিভিন্ন বই অবৈধভাবে ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো হচ্ছে। এসব প্রকাশনী থেকে এককালীন মোটা অঙ্কের টাকা ডোনেশন নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের অনুমোদনহীন বই পড়তে বাধ্য করছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। এভাবে দেশের প্রায় সব বেসরকারি ও প্রাইভেট স্কুল-কলেজেই চলছে সহায়ক ও অনুশীলন বইয়ের নামে বাণিজ্য।

প্রকাশক সূত্র জানায়, পুলিশ, র‌্যাব, এনসিটিবির চিহ্নিত কিছু কর্মকর্তা ও স্থানীয় রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠনের নেতাদের নিয়মিত

নিষিদ্ধ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

নিষিদ্ধ : নোট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মোটা অঙ্কের টাকা মাসোহারা দিয়ে দেশব্যাপী নিষিদ্ধ পুস্তকের অবাধ বাণিজ্য চলছে। অবৈধ বাণিজ্যের সঙ্গে ৫৫টি প্রকাশনা সংস্থা এবং প্রায় দুই হাজার লাইব্রেরির মালিক ও স্বত্বাধিকারী সংশ্লিষ্ট। তারা নিয়মিত চাঁদা তুলে অবৈধ বাণিজ্য টিকিয়ে রাখছে। পুস্তক বাণিজ্যকে ঘিরে বাংলাবাজারে গড়ে উঠেছে একাধিক চাঁদাবাজ সিন্ডিকেট। সিন্ডিকেটের শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়েছে নোয়াখালীর চৌমুহনী, কুমিল্লা, বগুড়া, যশোরসহ দেশের বিভিন্ন জেলায়। একেকটি প্রকাশনা সংস্থা নকল বই ছেপে বছরে বাণিজ্য করছে পাঁচ থেকে ২০ কোটি টাকার। গত দুই বছর বাংলাবাজারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কোন অভিযান পরিচালনা করেনি বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

অনুশীলনমূলক বইয়ের নামে বিক্রি হওয়া নিষিদ্ধ নোট-গাইড বইয়ের বাণিজ্য বন্ধের কোন উদ্যোগ আছে কিনা জানতে চাইলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান প্রফেসর আবুল কাশেম মিঞা সংবাদকে বলেন, 'আমাদের অবস্থান পুরোপুরি নোট-গাইডের বিরুদ্ধে। মেধার বিকাশের নামে এ ধরনের নীতিহীন বাণিজ্য চলতে পারে না। মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা করে নোট-গাইডের বিরুদ্ধে শীঘ্রই বড় ধরনের অভিযান পরিচালনার উদ্যোগ নেয়া হবে।'

এনসিটিবি সূত্র জানায়, যশোরের প্রায় তিন শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ডোনেশন দিয়ে নিষিদ্ধ সহায়ক ও অনুশীলনমূলক বইয়ের একচেটিয়া বাণিজ্যে লিপ্ত 'হাসান বুক ডিপো'। এ প্রকাশনীটি ওই জেলায় প্রায় শতাধিক রকমের বই নিয়ে বেপরোয়া বাণিজ্যে মেতে উঠেছে।

এদিকে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড জানায়, জামায়াতে ইসলামীর মালিকানাধীন 'আল ফাতাহ পাবলিকেশন্স' বা 'ক্যাপটেন পাবলিশার্স' প্রায় পৌনে তিনশ' নোট-গাইড ও সহায়ক বই ছেপে সারাদেশের মাদ্রাসায় শিক্ষা বাণিজ্যে লিপ্ত। এ প্রতিষ্ঠানটি শিশু শ্রেণী থেকে দাখিল, আলিম, ফাজিল, কওমি পাঠ্যবই ও কওমি নোট বিক্রি করছে।

সংশ্লিষ্টরা জানায়, পুস্তক ব্যবসায়ী সমিতির একজন প্রভাবশালী নেতার নেতৃত্বে একটি সিন্ডিকেট বিভিন্ন জেলায় নিষিদ্ধ নোট-গাইড বই এবং এনসিটিবি ও বাংলা একাডেমির বই নকল করে বিক্রি করছে। এরমধ্যে বগুড়ায় ফরহাদ ও হোসেন সিন্ডিকেট, যশোরে নকল বই ছেপে বিক্রি করছে হাসান বুক ডিপো, বগুড়ায় বৈনাম ও নোয়াখালীর চৌমুহনীতে নিষিদ্ধ নোট ও নকল পাঠ্যবই বিক্রি হচ্ছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে নোট-গাইড বইয়ের পক্ষে সাফাই গেয়ে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি আলমগীর শিকদার লোটন সংবাদকে বলেন, '১৯৮১ সালের আইন অনুযায়ী নোট ও গাইড বই নিষিদ্ধ। কিন্তু সৃজনশীল অনুশীলনমূলক বই নিষিদ্ধ নয়। তাছাড়া ১৯৮১ সালের আইনটি উচ্চ আদালতের আদেশে বর্তমানে স্থগিত আছে। এর ফলে দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণীর অনুশীলনমূলক বই ছাপতে কোন বাধা নেই।'

তিনি দাবি করেন, 'আমরা জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় নিয়েই অনুশীলনমূলক বই ছাপছি। আর অভিভাবকরা নিজেদের সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বার্থেই এ বই কিনছেন।'

দুই বছর ধরে অভিযান নেই :

২০১০ সালের ৫ ডিসেম্বর ঢাকার বাংলাবাজারের গীম প্রকাশনী ও স্বপ্নীল প্রকাশনীতে অভিযান চালিয়ে এনসিটিবির কর্মকর্তারা দুই ভ্যান নকল পাঠ্যবই জব্দ করেছিলেন। সরকারি বই নকল করে বিক্রির দায়ে দুই প্রকাশনা সংস্থার দুজন মালিককে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

পরবর্তীতে দেশব্যাপী অবৈধ নোট ও গাইড বইয়ের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করতে ২০১১ সালের ২২ নভেম্বর ৬৪ জন জেলা প্রশাসক (ডিসি), সব জেলার পুলিশ সুপার এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের (ইউএনও) চিঠি দিয়েছিল এনসিটিবি। পাশাপাশি নিষিদ্ধ নোট-গাইড বন্ধ করে এ ধরনের অবৈধ ব্যবসার লাগাম টানতে মেট্রোপলিটন এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত (মোবাইল কোর্ট) পরিচালনারও নির্দেশ দেয়া হয়েছিল ডিসি, পুলিশ সুপার ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের। ওই বছর রাজধানীর বিভিন্ন পুস্তক বাজার ও অবৈধ নোট-গাইড বিক্রির কেন্দ্রে কঠোর অভিযান পরিচালনা করতে ঢাকা জেলা প্রশাসন ৯টি মোবাইল কোর্ট গঠন করেছিল। ওই বছরই বাংলাবাজার, নীলক্ষেত এবং রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে গড়ে ওঠা লাইব্রেরিগুলোতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এরপর আর বড় ধরনের কোন অভিযান পরিচালনা করা হয়নি।

আরও যারা অনৈতিক বাণিজ্যে লিপ্ত :

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কর্মকর্তারা জানান, পাঞ্জেরি পাবলিকেশন্স, বই প্রকাশনী, বর্ণমালা প্রকাশনী, আদিল ব্রাদার্স, অনুপম গাইড, কাজল ব্রাদার্স, তামান্না পাবলিশার্স, পপি গাইড, স্টার গাইড, ইন্টারনেট গাইডসহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নামে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের বিভিন্ন শ্রেণীর নকল পাঠ্যবই ও অবৈধ গাইড বই সারাদেশে প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে। অভিযোগ আছে, এগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গেলেই এনসিটিবির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অন্যত্র বদলি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বদলির আতঙ্কে এনসিটিবি নকল বই ও অবৈধ গাইড বই বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সাহস পায় না। ফলে সারাদেশের পুস্তক বাজার ছেয়ে গেছে নকল ও অবৈধ গাইড বইয়ে। এছাড়াও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) এক শ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা নোট-গাইডের বাণিজ্য থেকে মাসোহারা পায় বলেও অভিযোগ আছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, ২০০৪/৫ সালে টিউটনস পাবলিকেশন্সের বিরুদ্ধে মাধ্যমিকের বাংলা পাঠ্যবই নকল করে বিক্রির অভিযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু ওই সংস্থার বিরুদ্ধে এনসিটিবি তদন্ত করে অভিযোগের সত্যতা পেলেও সংস্থাটির বিরুদ্ধে কপিরাইট আইন অনুযায়ী কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

আইনে যা আছে :

জানা যায়, নোট বই প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে ১৯৮০ সালে একটি আইন করা হয়। এরপর শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় নোট বই ছাপা ও বাজারজাতকরণ বন্ধের উদ্যোগ নেয়। ২০০৭ সালের ১০ ডিসেম্বর সরকারের অননুমোদিত নিম্নমানের বই, নোট ও গাইড বই বাজারজাত বন্ধ করতে প্রয়োজনে মোবাইল কোর্টের সাহায্য নিতে ডিসিদের নির্দেশ দেয়া হয়। এ নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির তৎকালীন সভাপতি আবু তাহের ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করেন।

রিট আবেদনে বলা হয়, নোট বই নয়, গাইড বই প্রকাশ করে তা বাজারজাত করা হচ্ছে। কিন্তু রিট আবেদনকারীর যুক্তি খণ্ডন করে উচ্চ আদালত ওই বছরের ১৩ মার্চ ১৯৮০ সালের নোট বই নিষিদ্ধকরণ আইনের আওতায় নোট বইয়ের সঙ্গে গাইড বইও বাজারজাত ও বিক্রি নিষিদ্ধ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশ বহাল রাখেন। পরবর্তীতে উচ্চ আদালতের রায়ের পর রিট আবেদনকারী আপিল করবেন উল্লেখ করে উচ্চ আদালত আদেশ স্থগিত করতে আপিল বিভাগে আবেদন করেন। আপিল বিভাগ ওই আবেদন খারিজ করে দেয়।

পরবর্তীতে ২০০৯ সালের নভেম্বরে নোট-গাইড বই নিষিদ্ধ করে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেন আবু তাহের। তখন আপিল বিভাগের চেম্বার জজ উচ্চ আদালতের আদেশ স্থগিত করেন। এতে পুনরায় নোট ও গাইড বই বাজারজাত শুরু হয়। এ অবস্থায় অ্যাটর্নি জেনারেলের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ওই বছরের নভেম্বরে আপিল বিভাগে বিষয়টির ওপর শুনানি হয়। শুনানি শেষে আপিল খারিজ করে দেন আদালত। ফলে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের নোট-গাইড, নিম্নমানের বই মুদ্রণ, প্রকাশনা, বিক্রি ও বিতরণ করার উদ্দেশ্যে মজুদ রাখা পুরোপুরি অবৈধ হয়।